Bharatiya Sangeet
Muktabali

(ভারতীয় সংগীত
মুক্তাবলী)

সংগ্রহকার
শ্রী নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

Another ed.)

Calcutta
[1901]

উৎকৃষ্ট। এই সকল কারণ বশতঃ প্রথম ভাগ পুস্তকের মূল্য
১৷৵০ স্থলে ২৲ টাকা করিতে আমরা বাধ্য হইলাম। পূ
পুস্তকের কলেবর ৬০ ফর্ম্মা ছিল। এখন ২৫।২৬ ফর্ম্মা বৃ
হইল। কিন্তু মূল্য মাত্র ।৵০ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আশা ক
এই সামান্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য সঙ্গীত প্রিয় ব্যক্তিবিগে
সঙ্গীত মুক্তাবলী কম আদৃত হইবে না। প্রত্যেক সঙ্গীতে
সঙ্গীত রচয়িতার নাম দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের
১০০ শতের অধিক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতার সং
প্রদত্ত হইল। এই দুইটি বিষয় পাঠকগণের যে বিশেষ প্রীতিপ্র
হইবে তাহার সন্দেহ নাই। "হরিনাম-সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন"
"বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত", "খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম সঙ্গীত" এই তিনটী অ
এই সংস্করণে নূতন সন্নিবিষ্ট হইল। অন্যূন ২৫০ শত
রচয়িতার গীত এই পুস্তকে গৃহীত হইয়াছে। পাঠকগণ
পাইবেন যে, বঙ্গদেশের এমন জেলা প্রায় নাই, যে
প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতার গীত ইহাতে স্থান প্রাপ্ত হয়
কবীর, নানক তুকারাম, তানসেন, সুরদাস, তুলসীদাস, প্র
ভারতের দূর দেশস্থ সঙ্গীত রচয়িতাগণের গীতও ইহাতে আ
সঙ্গীত মুক্তাবলী সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জনকারী করিবা
যত্ন ও অর্থব্যয় করা হইয়াছে। গত ১০।১২ বৎস
সঙ্গীত সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত আছি। দুঃখের

তে সাগর হইতে যে সকল রত্ন বহু অনুসন্ধান ও যত্নে সংগ্রহ
রাছি তাহা সমস্তই প্রকাশিত হইতে পারে। আমরা যে
তর ও বৃহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি, দুঃখের বিষয় তাহা
ন্ন করিতে পারি, আমাদের তদনুযায়ী সংস্থান নাই। নচেৎ
গ্র ভারতের উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রত্নগুলি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশ-
ীদের হস্তে অর্পণ করিবার বিশেষ বাসনা ছিল। সংসারে
ীতের ন্যায় সুন্দর, পবিত্র, মনোমুগ্ধকারী, শান্তিপ্রদ স
র নাই। এবম্বিধ সুন্দর জিনিষগুলি ভারতের দে
ন অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে। অনেকগুলি লুপ্তও
লোকের মুখে মুখে কত সুন্দর গীত শুনিতে
এখনও যত্ন করিলে অনেক রক্ষা করা যাইতে প
ত্তর সঙ্গীতরত্ন সংগ্রহ করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপ
ভারতীয় সঙ্গী মুক্তাবলী প্রকাশের প্রধান উদ্দে
এ পর্য্যন্ত আমরা তাহা আংশিক ভাবে করিতে সমর্থ
ছি।

আমরা বলিয়াছি যে গত ৪।৫ বৎসর এই পুস্তক মুদ্রিত
ইতে পারে নাই। ইতি মধ্যে কলিকাতা হইতে সঙ্গীত
ক্তাবলীর অনুকরণে, উহা হইতে বহু সঙ্গীত লইয়া, এমন
কি উহার "জাতীয়, সমাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক" ইত্যাদি
সঙ্গীত বিভাগগুলি পর্য্যন্ত অবিকল গ্রহণ করিয়া কয়েক খানা
সঙ্গীত-সংগ্রহ পুস্তক বাহির হইয়াছে। উহার অধিকাংশই
বটতলা হইতে প্রকাশিত। দেশের উৎকৃষ্ট গীতগুলি যত বাঙ্গলা
দেশে প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষ

যে, আমাদের অনুকরণে এবং আমাদের পুস্তক হইতে অনায়
সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা পুস্তক ছাপাইয়া লাভবান হই
ছেন, তাঁহারা সঙ্গীত মুক্তাবলী হইতে যে সাহায্য গ্র
করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহা
পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারাই সর্ব্ব প্র
যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালার নানাবিধ সঙ্গীত প্রক
ছেন। এরূপ ব্যবহার যে অতীব নিন্দনীয় সন্দেহ না
ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" যে বাঙ্গালা ভাষার আদি
ক্ষা বৃহৎ সঙ্গীতসংগ্রহ পুস্তক, তাহা সঙ্গীত মুক্ত
চক ও শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণ একবাক্যে স্বীকার ক
করিবেন। কারণ, এ পর্য্যন্ত যে কয়খানা সঙ্গীত
বাহির হইয়াছে, উহার একখানাও ছাপা, কাগজ,
নির্ব্বাচন ও শৃঙ্খলা, সঙ্গীতের সংখ্যা ই[illegible]াদি বিষয়ে
সঙ্গীত মুক্তাবলীর সহিত তুলনা হইতে পারে না। একটী
সঙ্গীত মুক্তাবলীর সহিত এই সকল পুস্তকের বিশেষ বিভি
লক্ষিত হয়। সঙ্গীত মুক্তাবলীতে অশ্লীল সঙ্গীত নাই। কি
দুঃখের বিষয় ঐ সকল পুস্তকে অশ্লীল গীতের অভাব নাই।
সঙ্গীত, পশু প্রকৃতি মনুষ্যকে দেবতা করে, তাহাতে অশ্লীলত
দোষ, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে। ধর্ম্ম
সঙ্গীতের সহিত অশ্লীল সঙ্গীতের স্থান দিয়া, সঙ্গীত পুস্তক
প্রকাশকগণ দেশের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি সঙ্গীত মুক্তাবলী দ্বিতীয় ভাগও নিঃশেষ
[illegible] তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করিব প্রতিশ্রুত ছিলাম।

ইহই এই দুই ভাগ একত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। এই দুই ভাগে প্রণয়-সঙ্গীত, গ্রাম্য-গীত, রহস্য সঙ্গীত, কবি ও যাত্রা সঙ্গীত এবং অবশিষ্ট সকল প্রকার সঙ্গীত স্থান পাইবে। ইহার বিশেষ বিজ্ঞাপন পুস্তকের শেষে দেওয়া হইল।

দেশের পত্রিকা সম্পাদক, সঙ্গীতরচয়িতা এবং সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের বিশেষ সাহায্য ও পরামর্শ না পাইলে, আমরা কখনই এই সঙ্গীত সংগ্রহকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গীত গ্রহণে আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা নানা স্থান হইতে আমাদিগকে সঙ্গীত সংগ্রহনকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহা-দিগের নিকট আমরা চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। আমরা অনেক সঙ্গীত পুস্তক হইতেও বিশেষ সাহায্য লাভ করি[illegible] পূর্ব্ববাঙ্গালার অধিকাংশ সঙ্গীত আমরা লোকের নিকট [illegible] নিজে বিশেষ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ ক[illegible] কোন্ সঙ্গীত কাহার রচিত, সঙ্গীত মুক্তাবলী প্রক[illegible] অনেকেই তাহা নিশ্চয়রূপ অবগত ছিলেন না[illegible] ব্রহ্মসঙ্গীত গুলির রচয়িতার নাম আমরাই সর্ব্ব প্র[illegible] করি। অন্যান্য সঙ্গীত সংগ্রহকারগণ অধিকাংশ র[illegible] আমাদের পুস্তক হইতে নিয়াছেন। একটী [illegible] এই যে, যাঁহারা আমাদের পুস্তক হইতে সঙ্গীত গ্রহ[illegible] তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীত রচয়িতার না[illegible] দের ভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া, নিজেদের অজ্ঞত[illegible] ছেন। যথা—"কর তাঁর নাম গান, যত দিন র[illegible]

বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গীতটী রাজা রামমোহন রা[illegible] বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "কোথায় আনিলে আমায়" রাম রতন মুখোপাধ্যায়ের গানটীও উক্ত রাজার বলিয়াছেন। "দিবা অবসান হলো কি কর বসিয়ে মন" ঢাকা জিল্যাবাসী ৺ অমৃত লাল গুপ্তের গীতটীও রাজা রামমোহনের বলা হইয়াছে। এই প্রকার ভুল অনেক হইয়াছে। অনেকগুলি প্রচলিত প্রাচীন সঙ্গীতের রচয়িতার নাম আমরা কিছুতেই প্রাপ্ত হইলাম না বলিয়া দুঃখিত আছি তৃতীয় সংস্করণ পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার পর কোন কোন গানের রচয়িতার নাম জানিতে পারিয়াছি। তাহা ভবিষ্যতে সংশোধন করিবার ইচ্ছা রহিল।

গেণ্ডারিয়া, ঢাকা। আষাঢ়, ১৩০০। } শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন।

[illegible] সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে দিন দিন "ভারতীয় [illegible]লী" পুস্তকের আদর বর্দ্ধিত হওয়াতে, ইহার চতুর্থ [illegible]শিত হইল। এই সংস্করণে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন [illegible]র্ব্ব সংস্করণে যে সকল ভ্রম প্রমাদ ছিল তাহা [illegible]য়াছে।

} সংগ্রহকার।

সঙ্গীতের গুণকীর্ত্তন।

"সঙ্গীত অতি উচ্চ অঙ্গের জিনিষ—পরম রমণীয়, পরম সুখকর, পরম পবিত্র—যেন এ কর্কশ পৃথিবীর জিনিষই নয়, যেন স্বর্গীয় উপকরণে নির্ম্মিত। হৃদয়ের সুপ্ত ভাব জাগরিত করিতে, হৃদয়ের অস্পষ্ট অভাব প্রকাশ করিতে, হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে, উন্নত করিতে, প্রসারিত করিতে, পবিত্র করিতে, এমন আর কিছুই নাই। পৃথিবীতে স্ত্রীজাতি এবং সঙ্গীত না থাকিলে, [illegible]ন বুঝি পশু হইত। মনুষ্যহৃদয়ের অনেক যাতনা, অনেক [illegible]লতা, অনেক ভাব, মনুষ্য ভাষার অতীত—তাহা প্রকাশ করিবার উপযোগী বাক্য মনুষ্য ভাষায় নাই; তাহা কেবল সঙ্গীতেই পরিব্যক্ত হয়। নির্জ্জনে, একাকী যখন একটা অজ্ঞাত বিরহের ভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভূত হয়, সে ঔদাস্যের অভি-ব্যক্তি—কেবল সুর, কেবল আত্মগত গুণ গুন। বিধবার রোদন কেবল সুর, কেবল আত্মগত গুণ গুন। দেশীয় এবং বৈদিশিক শাস্ত্রে সঙ্গীতের মহিমাকীর্ত্তন অজস্র দেখা যায়। সেক্ষপীয়র বলেন—সঙ্গীতে যে বিগলিত না হয়, তাহাকে কখন বিশ্বাস করিও না; সে নরহত্যা করিতে পারে। ডক্তার শ্রীম্যান্ বলেন, শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও যে ভাব ব্যক্ত করা যায় না, একটী ক্ষুদ্র স্বরে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন, মনুষ্য-হৃদয়ের অভ্যন্তরে অনেক গভীর ভাব চিরনিদ্রিত অবস্থায় থাকে, যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হয় ত জানি না, এবং যাহার অর্থও বুঝি না, সে সকলকে সঙ্গীতই জাগরিত করিয়া দেয়। ভাবুক-প্রধান রিচ্‌টার বলেন, যাহা কখন দেখি নাই, কখন দেখিব না,

সঙ্গীতই আমাদিগকে তাহার কথা বলে। প্রবাদ আছে, সঙ্গীত এবং জ্ঞানের আপেক্ষিক উৎকর্ষ লইয়া প্রাচীন ভারতে একবার তর্ক উঠিয়াছিল। তর্কের মীমাংসা দেবতাদের হস্তে ন্যস্ত হইলে পর আকাশবাণী দ্বারা দেবতারা আপনাদের মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে আকাশবাণী কেহ শুনিল "জ্ঞানাৎ পরতরো নহি, কেহ শুনিল গানাৎ পরতরো নহি"। আর্য্য ঋষিরা ইহাও বলিয়াছেন যে, গানে "মুক্তির্ণসংশয়ঃ"।—দৈনিক।

প্রথম সংস্করণ

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী

সম্বন্ধে

পত্রিকা-সম্পাদক এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত।

ইহা বলা অনাবশ্যক যে, এই গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান সংগ্রহ। যে গ্রন্থে প্রায় সহস্র সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যদি তন্মধ্যে সকল গুলিই সুখ-সৌন্দর্য্যশূন্য অকর্ম্মণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে দেশশুদ্ধ লোকের যেরূপ নিন্দা, সংগ্রহকারের নিন্দা তেমন নহে। বস্তুতঃ, এই ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী সঙ্গীত-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই সমাদৃত হইবার যোগ্য সামগ্রী। বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই সংগ্রহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বুঝান কঠিন। আমাদের এই নিমিত্ত ভরসা আছে যে, যাঁহারা তাঁহার এই পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত সমস্ত অংশের উপরই এক বার নয়নাবর্ত্তন করিবেন।—বান্ধব।

Babu Navakanta Chatterjee, Jagannath College, Dacca, brother of our well known countr[illegible] Dr. Nisikantha Chatterjee, has presented us a copy of his "*Sangita Muktavoli.*" The book is the first of its kind ; it contains about 1000 songs—Social,

Moral, National and Religious. Considering the value, printing and bulk of the book we think the price Rs. 1-8 is very low. The book is well got up. Selected songs of Brahmas, Vaisnavas and Saktas have been included in the book. Lovers of poitry and music should have a copy of these collectio[illegible] We cannot refrain noting that it is very amusi[illegible] to see bigot Brahmas and the bigot Hindus side by side in these collections.—Amrita Bazar Pattrica.

"Better late than never." On this ground we beg to excuse ourselves from not noticing the *Bharatia Sangit Muktavoli* earlier than this. It is a compilation of National, Social, Pouranic H[illegible] torical, Religious and Miscellaneous songs, in Bengali, also of some Hindee, Guzrati and Oorya songs, the composition of the best geniuses of India on these particular subjects, by Babu Navakanta Chatterjee of Dacca. The collection comprises nearly 1,000 songs. The want of such a book was greatly felt in our society, and we have no hesitation in assuring our readers, that this huge collection of songs will not only entertain but instruct them. In our opinion, no nati e of India [illegible] be without a copy of this wonderful work.

Bengal Public Opinion.

নবকান্ত বাবু বহু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই উপাদেয় গ্রন্থখানির সঙ্কলন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক, নানা-বিষয়ক সঙ্গীত মুক্তা সকল গ্রথিত হওয়াতে "সঙ্গীত মুক্তাবলী" সঙ্গীতপ্রিয় ভারতবাসী সকল সম্প্রদায়েরই—হিন্দু, ব্রাহ্ম, শাক্ত, বৈষ্ণব, খ্রীষ্টান, মুসলমান সকলেরই কণ্ঠভূষা হইবার উপযোগিনী হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর প্রচারিত হয় নাই। ...য়তন তুলনায় মূল্যও অধিক নহে; সুতরাং নবকান্ত বাবুর শ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয় বিফল হইবে না, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই। সঙ্গীত জাতীয় হৃদয়ের প্রধানতম আদর্শ এবং চিত্তরঞ্জনের—ভজন সাধনের উৎকৃষ্টতর উপায়। আমরা ভরসা করি, দেশহিতৈষীরা এই গ্রন্থখানির যথোচিত আদর করিবেন এবং নবকান্ত বাবু যে, জাতীয় হৃদয়ের উপাদেয় আদর্শ স্বরূপ ভিন্ন ...রুপ, পৃথক পৃথক সময়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের সঙ্গীত সকল গীত, পঠিত ও প্রচলিত রাখিবার অভিলাষ করিয়াছেন, এখানেই তাহা পরিসমাপ্ত হইতে দিবেন না।—ঢাকাপ্রকাশ।

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সংগৃহীত "সঙ্গীত মুক্তাবলী" নামক পুস্তক এক খণ্ড আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। পুস্তকের মূল্য ১।০ টাকা, ও ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়। যাঁহারা সঙ্গীত ও কবিতা ভালবাসেন, তাঁহাদের নিকট এই পুস্তক আদরের দ্রব্য হইবে সন্দেহ নাই। পুস্তকে ... নীতি, সামাজিক ও জাতীয় প্রভৃতি নানা বিষয়ক ... সঙ্গীত সংগ্রহ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহার মূল্য ...

অতি অল্প হইয়াছে। এই পুস্তকে বিখ্যাত কয়েক ব্যক্তির কবিতা আছে। ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি ভাল সঙ্গীত ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবগণের উত্তম উত্তম কীর্ত্তন ও রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্তগণের কয়েকটী উত্তম সঙ্গীত ইহাতে আছে। এইরূপ পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল; সুতরাং নবকান্ত বাবুকে সকলেরই উৎসাহ প্রদান কর্ত্তব্য।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

এ পর্য্যন্ত যত রকম সঙ্গীত পুস্তক আমরা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে একখানিও এরূপ দেখি নাই। যখন "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"; তখন সঙ্গীত পুস্তকেও ভিন্ন ভিন্ন রুচির সঙ্গীত থাকা আবশ্যক। অনেক দিন হইতে আমরা এরূপ ভিন্ন [illegible] একখানি সঙ্গীত পুস্তকের অভাব বোধ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু নবকান্ত বাবু আজ আমাদের সেই অভাব আংশিকরূপে মোচন করিলেন। ইহাতে প্রধান প্রধান লোকের রচিত অতি উচ্চ দরের জাতীয় সঙ্গীত, সামাজিক সঙ্গীত, পৌরাণিক সঙ্গীত, ঐতিহাসিক সঙ্গীত, ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই এই উৎকৃষ্ট সঙ্গীতগুলি একবার পড়া উচিত।—সারস্বত পত্র।

[illegible]ear sir,

[illegible]ave to thank you very much for the copy [illegible] collection of songs which you have sent me.

It is the best collection of B[illegible] songs that I have seen, and I have sent for [illegible]e copies of the work. It was a happy idea [illegible] ollect in one volume all the best songs in all [illegible]ifferent subjects in the languge; and you have carried out the idea in a way which leaves nothing to be desired. I have met with in the pages of the book most of the finest songs that I have heard; and it was a real pleasure to me to occasionally come across an old friend whom I have vainly tried to recollect for years past. Your collection of national songs is good, but I was specially interested in the old Pouranic songs of which you have given so good a collection. Nothing that has been composed in our language can excel these songs in pathos and tenderness".

Yours truly,

R. C, Datta, B. C. S, Barisal.

আপনার "সঙ্গীত মুক্তাবলী" পাইয়া পরম সুখী হইলাম। সংগ্রহটী অতি উপাদেয় হইয়াছে। উদার ও বিশ্বজনিন ভাবে সংগ্রহকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, এই উহার প্রধান গুণ।

রাজনারায়ণ বসু, দেওঘর।

My dear Naba Kanta,

"I am very glad to find that you have been able so successfully to accomplish the task in which you have been engaged so long. Your collection

of songs is really an important contribution to our literature. I find in the book almost all the best Bengali songs that I have heard in different parts of the country. I am quite sure your book will have a rapid sale, and you will soon have to print a second edition. You should try, when doing so, to put in as many more songs, especially those of Dhiraj and Baul, as possible. Your book will be one of great importance to the future historian of our literature and of the progress of popular thought in the country."

Yours sincerely,
Dina Nath Sen,
Joint Inspector of Schools, Eastern Circle.

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল্য ১৷৹ টাকা। ইহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, জাতীয়, সামাজিক ও পৌরাণিক প্রভৃতি নানা বিষয়িনী মনোহর সঙ্গীতাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার এত গুলি বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গীত পুস্তকাকারে আবদ্ধ করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আজ কাল শিক্ষার গুণে লোকের রুচি যে প্রকার দিন দিন সুমার্জ্জিত হইতেছে, তাহাতে সঙ্গীত-প্রিয় অনেকেই বৃদ্ধ পিতামহদিগের সমকালীন আদিরস-কলুষিত সংগৃহীত সকল গান করিতে বিশেষ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হন। অনেকে আবার অন্যান্য সঙ্গীতের অভাবে সময়ে ও অসময়ে ব্রহ্ম সঙ্গীত গাইয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তির

সমাদর করেন, তাঁহারা এ প্রকার ভাবহীন সঙ্গীত করাকে নামাপরাধ জ্ঞানে দূষণীয় মনে করেন। গ্রন্থকার সেই সমস্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সকল প্রকারের সঙ্গীত ইহাতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থখানি এইরূপে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়াতে যে সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। আমরা আশা করি যে, সঙ্গীত-বিদ্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই এই মনোহর গ্রন্থখানি ক্রয় করিয়া সংগ্রহকারের প্রশংসনীয় যত্ন ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সমুচিত সম্মান করিবেন।—সঞ্জীবনী।

আমরা "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" নামক একখানি গানের বই সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। এই পুস্তকে ভাল ভাল যাত্রাগান, ব্রহ্ম সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, বাউলের গান এবং বৈষ্ণবী ও কালীবিষয়ক অনেক ভাল ভাল গান আছে। বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আমরা এই চমৎকার পুস্তকখানির জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। এই পুস্তকে প্রায় এক হাজার গান আছে, অথচ পুস্তকের মূল্য দেড় টাকা মাত্র। আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের একটু অধিক বয়স হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করেন, এই আমাদের অনুরোধ। ছোট ছেলে মেয়েরা, যাঁহারা গানগুলি পড়িয়া তাহার ভাব বুঝিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে আমরা এ অনুরোধ করি না।—সখা।

"ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, মূল্য ১৷৹ টাকা। নানা বিষয়ক সঙ্গীতে পুস্তকখানির ৫৪৬ পৃষ্ঠা পূর্ণ। আমরা এই পুস্তকখানি পাইয়া বিশেষরূপ উপকৃত হইয়াছি। আমাদের দেশে যত ভাল ভাল সঙ্গীত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। নবকান্ত বাবু পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সূচীপত্রে সঙ্গীত রচয়িতাদিগের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একত্রে সকল শ্রেণীর পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত পাওয়া বড়ই আহ্লাদের কথা। নবকান্ত বাবু সর্ব্বসাধারণের অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ করিয়া কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। ব্যক্তিগত কুৎসাপূর্ণ দুই একটী সঙ্গীত দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। এই উপাদেয় সঙ্গীত-পুস্তকখানি যে বহুল পরিমাণে বিক্রীত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ সঙ্গীতের আদর যে দেশে হয় না, সে দেশ শ্মশান তুল্য।—নব্যভারত।

এই সংগ্রহে প্রশংসা করিবার জিনিষ অনেক আছে। যে সকল ব্রহ্ম সঙ্গীত ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অতি সুন্দর—জ্ঞানগর্ভ, সরস এবং বিশুদ্ধভাব সমন্বিত। বাউলের গানের সকলগুলি না হউক, অনেকগুলিই বেশ উপাদেয়।—দৈনিক।

এই সঙ্গীত-সংগ্রহ সার্দ্ধ পাঁচ শত পৃষ্ঠা পূর্ণ; সংগ্রহকার পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা পেশাদার গানব্যবসায়ী নহেন, তাঁহারা বোধ হয়, সকলেই স্বরচিত গান ছাড়া আর যত গান জানেন, তাহার বার আনা গান এই সঙ্গীত মুক্তাবলীতে দেখিতে পাইবেন। সংগ্রহকারের পক্ষে এটী অল্প প্রশংসার কথা নহে।—সাধারণী।

আপনার সঙ্কলিত "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" গ্রন্থ খানি প্রাপ্ত হইয়া যদিচ পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করা অধিক সময় সাপেক্ষ, তথাপি স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি, যেহেতু বঙ্গীয় কবিগণকে চিরজীবী করাই আপনার উদ্দেশ্য। আপনার এই মহদুদ্দেশ্য নিবন্ধন আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। অবকাশক্রমে সমুদয় পুস্তকখানি পাঠ করিবার অভিলাষ রহিল।—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

"ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" নামক একখানি পুস্তক সকৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই আনন্দলাভ করিয়াছি। যতদূর পড়িয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে পুস্তক খানিতে যেরূপ বহুবিধ ভাবের ও বহুবিধ রসের বহুল গীতি গ্রথিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্যই সর্ব্ব প্রকার সম্প-

এবং সুযোগ্য সংগ্রহকারকের শ্রম সফল হইয়াছে।—শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার, চুঁচুড়া।

---

* * * এই নূতন সঙ্গীত পুস্তকখানির বড়ই আদর করিতেছি। এতগুলি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত যে পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা যে বাঙ্গালী সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট অতিশয় উপাদেয় গ্রন্থ হইবে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।—সোমপ্রকাশ।

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী—সঙ্গীত মুক্তাবলীর ন্যায় বিস্তৃত সঙ্গীত-সংগ্রহ পূর্ব্বে আমরা দেখি নাই। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক ও অন্যান্য প্রকারের প্রায় ৯০০ গান সঙ্গীত মুক্তাবলীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৺ দেওয়ান মহাশয়, রসিকচন্দ্র রায়, প্যারিমোহন কবিরত্ন, রমাপতি রায়, মহারাজ মহাতাপচাঁদ, মোহনচাঁদ, রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ, বাবু গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়, রূপচাঁদ পক্ষী, প্রভৃতির কিছু কিছু গীত সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হইত বটে, কিন্তু এ অসম্পূর্ণটুকু সত্ত্বেও মুক্তাবলী সকল সম্প্রদায়ের কণ্ঠেই শোভা পাইবে, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। ৺ রামনিধি গুপ্ত মহাশয়ের টপ্পা ও টপ্পা-অঙ্গের অন্যান্য গীতগুলি নবকান্ত বাবু বোধ হয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা দুঃখিত

সূচীপত্র।

পুস্তকের সংক্ষেপ সূচী।

সে ভয় নাই। সঙ্গীত-পিপাসা মানুষ হৃদয় মাত্রেই আছে। এত দিন পিপাসা শান্তির বিঘ্ন হইতেছিল, নবকান্ত বাবু সে বিঘ্ন দূর করিয়া হিন্দু অহিন্দু সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। *—নববিভাকর।

এই সমুদয় সমালোচনা ব্যতীত "মুর্শিদাবাদ পত্রিকাতে" এই পুস্তকের অতি সুদীর্ঘ এবং উৎকৃষ্ট সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে দেওয়া গেল না।

নড়াল হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—

"আপনি বঙ্গদেশের বিশেষ একটী অভাব পূরণ করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে আপনার নিকট এ দেশ ঋণী থাকিল। ভাবীকালে ইহা খনিগর্ভস্থ মণির ন্যায় প্রতীত হইবে।"

পূর্ণচন্দ্র বসু,
উকীল, নড়াল।

সুবিখ্যাত "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকা-সম্পাদক এই পুস্তকেও বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। স্থানাভাবে সমালোচনা দেওয়া গেল না।

---

* এই সমালোচনাতে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের অনেক সঙ্গীত পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।—সংগ্রহকার।

সঙ্গীত সংখ্যা।

১।	জাতীয় সঙ্গীত	৭৪	(National songs)
২।	সামাজিক সঙ্গীত	৫৩	(Social songs)
৩।	পৌরাণিক সঙ্গীত	১৯৩	(Mythological)
৪।	ঐতিহাসিক সঙ্গীত	৩০১	(Historical)
৫।	ব্রহ্মসঙ্গীত	৩২৩	Religious songs
৬।	শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত	২৫৬	
৭।	বাউলে সঙ্গীত	১০৫	
৮।	হরিনাম সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন	৬২	
৯।	খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম সঙ্গীত	১১	
১০।	বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত	১২৯	Religious songs (Miscellaneous)
১১।	বিবিধ সঙ্গীত	৭৩	Miscellaneous songs
	মোট গীত সংখ্যা	১৫৮০	

পুস্তকের সংক্ষেপ বিষয়।

১ম অধ্যায়। জাতীয় সঙ্গীত।—উদ্দীপনা ও শোচনা-সূচক। বিবিধ, মুদ্রশাসন-আইন, জন্মভূমি, বঙ্গভাষা, দিল্লী-দরবার, নব্যবঙ্গের প্রতি, ভিক্টোরিয়ার প্রতি, জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে—ইত্যাদি।

২য় অধ্যায়। সামাজিক সঙ্গীত—নারীজাতির হীনাবস্থা, অবরোধ প্রথা, নরনারী সম্মিলন, বাল্যবিবাহ ও বৈধব্য, কৌলিন্য, বহুবিবাহ ও কন্যাপণ, জাতিভেদ, দারিদ্র্য, সুরাপান, দেশাচার বিষয়ক গীত।

৩য় অধ্যায়। পৌরাণিক সঙ্গীত।—দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, আগমনী, শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ, ধ্রুব প্রহ্লাদ চরিত্র, হরিশ্চন্দ্র ও নলোপাখ্যান, সাবিত্রী ও শকুন্তলোপাখ্যান, শ্রীমন্ত সংবাদ, ব্রজবৃত্তান্ত, গোষ্ঠলীলা, অক্রূর সংবাদ।

৪র্থ অধ্যায়। ঐতিহাসিক সঙ্গীত।—বাল্মীকি ও বুদ্ধদেবের প্রতি, রামের রাজ্যাভিষেক, বনবাস, লঙ্কাসমর, সীতার বনবাস, অভিমন্যু বধ, তরণীসেন বধ, মেঘনাদ বধ, সীতাহরণ, নিমাই-সন্ন্যাস (চৈতন্যলীলা), দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, সুভদ্রাহরণ, বিজয়-বসন্ত, ভীমসিংহের প্রতি আলাউদ্দীনের উক্তি, সিরাজদ্দৌল্লার উক্তি, লক্ষ্মণ সেনের প্রতি পদ্মিনীর উক্তি, রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে, তাজমহল দর্শনে, কাণপুর হত্যাকাণ্ড, ১৮৫৭ সালে দিল্লী অধিকার, পাণ্ডবনির্ব্বাসন, প্রতাপ সিংহ, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি।

৫ম অধ্যায়। ব্রহ্ম সঙ্গীত।—প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের উপদেশ সূচক গীত, উদ্বোধন বা বোধন সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, সন্ধ্যা ও রজনী সঙ্গীত, স্বভাব সঙ্গীত (তরুর প্রতি, হিমালয় দর্শনে, পর্ব্বত, সিন্ধু, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পুষ্প ইত্যাদির প্রতি) সংসারের অনিত্যতা বিষয়ক, ঈশ্বরের মাতৃভাবসূচক, আরাধনা ও কৃতজ্ঞতা সূচক, অনুতাপ ও প্রার্থনা প্রতিপাদক,

আশা ও উৎসাহ সূচক, ভজন ও বন্দনা, ব্রহ্মোৎসব সঙ্গীত, অনুষ্ঠান সঙ্গীত (জন্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, গৃহপ্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মদীক্ষা, বর্ষশেষ ও নববর্ষ সঙ্গীত), পিতৃ মাতৃ স্নেহ-সম্বন্ধীয় গীত, হিন্দী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, উড়িয়া ও সংস্কৃত ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীত; নানক, কবীর ও তুলসীদাসের গীত, ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়। শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত—কবিরঞ্জন-রামপ্রসাদ সেন, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, দেওয়ান রামদুলাল মুন্সী, আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু), কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, দাসরথী রায়, ভুবনচন্দ্র রায়, নাটোর ও নদীয়ার রাজাদিগের, রাজমোহন আম্বলী এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মালসী গীত।

৭ম অধ্যায়। বাউল সঙ্গীত—কাঙ্গাল ও ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীত, দীন বাউলের গীত, অক্ষয়কুমার গুপ্ত, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, প্যারীমোহন কবিরত্ন প্রভৃতির গীত।

৮ম অধ্যায়। হরিনাম সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন—প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রচিত হরিনামের মাহাত্ম্য বিষয়ক গীত।

৯ম অধ্যায়। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মসঙ্গীত—খৃষ্টের জন্ম, মৃত্যু, বিশ্রাম বার, পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ে।

১০ম অধ্যায়। বিবিধ ধর্ম্ম-সঙ্গীত—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী), কৃষ্ণকান্ত পাঠক, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, ৺ প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর), মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন, তানসেন, হরিনাথ মজুমদার, গৌরমোহন রায়, বিশ্বনাথ দে,

নীলকণ্ঠ অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, মীরাবাই, লোকনাথ দাস, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তুকারাম, তুলসীদাস, সুরদাস, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, পাগলা কানাই, লালন ফকীর, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, চন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতির গীত।

১১শ অধ্যায়। বিবিধ সঙ্গীত—কন্যাদায়, বিবাহের পণ, পয়সার মাহাত্ম্য, জুবিলী গীত, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ও তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে, কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারকানাথ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির মৃত্যু বিষয়ে, মহারাণী স্বর্ণময়ী, গঙ্গা-সাগরে সন্তান ভাসান, সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস, গোলাপ ফুল, হিমালয়, ময়ূর ও পাহাড়ের প্রতি, অন্নপূর্ণার প্রতি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, গ্যাসের আলো, কলের জল, ওকালতী, নীলকর অত্যাচার, মাইকেল দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু বিষয়ে, ডাক্তার হানিমান সম্বন্ধে, কেশব বাবু, রামকৃষ্ণ পরমহংস, রামপাল সম্বন্ধে, ভিক্টোরিয়ার প্রতি, জুলুযুদ্ধে প্রিন্স নেপোলিয়ানের উক্তি, সম্রাট নেপোলিয়ান সিডান যুদ্ধে। কোকিল, শৈশবকাল, শিশুহাসি, নিদ্রার প্রতি, লাহোর সালিমার উদ্যান, বৃন্দাবন, জয়পুর ঘাট, হস্তিনাপুর ইত্যাদি দর্শনে, আর্য্য সন্তানগণের প্রতি।

গীতের সূচী।

(অক্ষরানুসারে)

(অ)

(ক)

(খ)

(গ)

(চ)

(জ)

(ঠ)

(য)

(ল)

(ক্ষ)

ভারতীয়

সঙ্গীত মুক্তাবলী।

প্রথম অধ্যায়।

জাতীয় সঙ্গীত।

উদ্দীপনা।

ভারত-সঙ্গীত।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত-সন্তান,
একতান-মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।

২

ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি-সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি-রত্নের নিধান।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তা'দের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

৫

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী ;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধুমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন ॥
হোক্ ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৭

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয় ॥

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥ ১ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝংলাট—খেমটা।

গাও রে ভারতসঙ্গীত, সবে প্রাণ ভ'রে
ভারতীর আরতীতে ভক্তিপূত বীণা-করে
মিলি আজ প্রাণে প্রাণে, জনম তীর্থস্থানে
জননীর নাম গানে, ভাস আনন্দ-সাগরে।
কত আর ঘুমে র'বে, জাগ রে জাগ সবে,
ঐ শুন বাজে ভেরি আশার মোহন স্বরে।
সাধনায় সিদ্ধি ফলে, সাধিলে মন্ত্র-বলে
এ কথা কণ্ঠ খুলে, ঘোষ সবে ঘরে ঘরে।
গিরি বিদরে যদি, শুষে যায় সিন্ধু নদী
তথাপি যত্নযোগে, সাধিবে মন্ত্র অন্তরে।
হৃদয়ে আরাধনা, রসনায় উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণ মণ, শক্তির সোপান' পরে॥ ২
কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

(অই সুখময়ী উষে—সুর)

ললিত—আড়া।

কালরাত্রি পোহাইল উদিত সুখ-তপন।
আর কি ভারত যুবা রবে ঘুমে অচেতন?
দুখ শোক যার ঘরে, সে কি গো ঘুমাতে পারে,
তার কি উচিত কভু থাকে ঘুমে অচেতন;
অধীনতা কারাগারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
কোটি কোটি নারী নরে, উঠে কর দরশন।
কারার বন্দিনী প্রায়, বৃথা দিন চলে যায়,
রহিল পশ্চাতে পড়ে যত ভারত-ললনা;
বিধবার হাহাকারে, প্রাণ ফাটে ঘরে ঘরে,
রমণীর নেত্রাসারে ভাসিছে বিধুবদন।
যুবক যুবতী যত, পাশবদ্ধ পাখীর মত,
দারিদ্র্য-দুর্দ্দশাক্লেশ কত যে করে বহন;
বহু পরিবার ল'য়ে, অর্থাভাবে ম্লান হ'য়ে,
অশেষ যন্ত্রণা স'য়ে বিষাদে কাটে জীবন।
এই সব মহাপাপে, এই সব মনস্তাপে,
পড়েছ কি অভিশাপে, আছ হ'য়ে বিচেতন;
করো না হে অবহেলা নাহি ঘুমা'বার বেলা,
বিধাতা ডাকি'ছেন দ্বারে, উঠ হে মেল নয়ন। ৩

শিবনাথ শাস্ত্রী।

বিভাস—ঝাঁপতাল।

উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সন্তানগণ ;
থেকো না থেকো না আর, মোহ-নিদ্রায় অচেতন।
পোহাইল দুঃখ-নিশি, সুখ সূর্য্য ঐ যে ;
পথিক বলে হাসিতেছে, দেখ রে মেলে নয়ন।
ঘোরতর অন্ধকার, পাপ-নিশাচর আর,
ঐ দেখ পলাইল, আর দুঃখ রবে না ;
জ্ঞানালোক প্রকাশিল, সুপবন বহিল,
ভারত-কাননে ডাকে, আশা বিহঙ্গিনীগণ।
সুপ্রভাতে শুভক্ষণে, চল সবে সযতনে,
আলস্য-ঔদাস্য-বশে আর কেহ থেকো না ;
প্রেমের পতাকা তুলি বিভুপদ স্মরি রে ;
ভাসাও জীবন তরী কর শীঘ্র আয়োজন। ৺ আনন্দচন্দ্র মিত্র।

খাম্বাজ—একতালা।

ভারত যশ কীর্ত্তন
করিয়ে কাটা'ব এ ছার জীবন।
যেন বীণা ল'য়ে করে, স্বদেশী-বিদেশী-ঘরে,
গাইব করুণ স্বরে, করে'ছি মনন।
উচল-অচল-শিরে, গহন-বন-মাঝারে,
গাইব সাগর-তীরে, যখন তখন।
বনের বিহঙ্গ ধ'রে, শিখা'ব যতন ক'রে ;
গাইবে মধুর স্বরে, ছাইয়া গগন।

দেখা ক'রে অলি-সনে   ব'লে দিব কাণে কাণে,
গাইবে কুসুম-বনে, মাতা'য়ে পবন।
নিৰ্জ্জীব সজিব হ'বে,   মরুভূমি ফল দেবে;
গা'বে জয় জয় রবে, জলন্ত তপন। ৫ রাধানাথ মিত্র।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

ভারতভূমি-সমান, আছে ভবে কোন্ স্থান!
ভারতের গুণ গান, সবে মিলি গাও রে।
ভারতে যে ধন নাই,   কোথা তাহা নাহি পাই;
অতুলনা এই ঠাঁই, দেখিতে না পাও রে।
যে ধনে হয়ে অভাব,   ভারতের এই ভাব;
করি তাহা অনুভব,   তাঁহারে মিলাও রে।
অধীনতা অপমানে,   দুঃখিনী ব্যথিতা প্রাণে;
জননীর মুখপানে, বারেক না চাও রে।
পেলে তিনি হারা ধন,   জুড়া'বেন প্রাণ মন;
করি হেন সমাপন, বাসনা পুরাও রে।
থাকিবে না কোন দুঃখ,   হইবে পরম সুখ;
সকলে কেন বিমুখ, এ সুখ না চাও রে? ৬
রাধানাথ মিত্র।

মল্লার—আড়াঠেকা।

ভারত-উদ্ধার বল, হবে হে কেমনে।
ধর্ম্মবল মহাবল লভ প্রতি জনে।

বচনে বল কোথায়, জেগে'ছে মানবচয়,
জীবন উৎসর্গ বিনা, বাঁচে না জাতি-জীবন।
জেনে'ছ যাহা উচিত, কিম্বা যাহা অনুচিত,
কার্য্যে কর পরিণত, দৃঢ়তা দেখাও জীবনে।
সত্যেতে নির্ভর যার, ঈশ্বর সহায় তার,
জাতীয়-গৌরব চাহ, গঠন কর জীবনে। ৭

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইমন—আড়াঠেকা।

হ'বে কি ভারতে পুনঃ এমন স্বদিন,
ভারত-সন্তান কি রে হইবে স্বাধীন?
ভীষ্ম, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন, অশ্বত্থামা আর্য্য দ্রোণ,
জামদগ্ন্য বীর পুনঃ জন্মিবে কি কোন দিন?
কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী, পুনঃ বিক্রমে নবীন,
রহিবে না পুণ্য ভূমি চিরপরাধীন। ৮ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

[যবন কর্ত্তৃক সিন্ধু আক্রমণ সময়ে।]

সুরট মল্লার—আড়া।

দ্বিজ হও, ক্ষত্র হও, বৈশ্য শূদ্র আর,
যে করে'ছ এক দিন অস্ত্র ব্যবহার।
সেই রণ-বেশে সাজ, করে ধর অসি তাজ,
নতুবা যবন-হস্তে আর নাই রে নিস্তার।
বধিবে শিশুর প্রাণ, না র'বে নারীর মান,
নরাধম, পাত্রাপাত্র করে না বিচার।

বীর রক্ত যার শিরায়, সে কাপুরুষের প্রায়,
কেমনে দেখিবে এই পাপ ব্যবহার!
অসহায়া রমণীর, রক্ষা হেতু দিবে শির,
যে থাক এমন বীর, ধর রাখি * তার।
এস দলে দলে যুটে, রণক্ষেত্রে যাও ছুটে,
বীরপুত্র, বীরধর্ম্ম রাখ আপনার। ৯

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

এ দেশের দুখে কার না সরে চখের জল।
নিদ্রায় নিঝুম তবু আমরা সকল॥
উঠ জাগ সকলেতে, সজীব কর ভারত,
ভাই ভাই মিলে সবে হও এক দল॥
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, কত কাল র'বে।
বিনা মিলে কোন কায হয় কি সফল॥ ১০ হিন্দুমেলা।

মল্লার—আড়া।

(রেখে দেও রেখে দেও)
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত-স্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত-ভিতরে রে।
যাও চলি পরভৃত চাই না ও মৃদু গীত,
গাওরে পাপিয়া তবে ভাসা'য়ে অম্বরে রে।

---

* রক্ষাবন্ধনী।

শুনিয়া মুরলী-গান, জাগিবে না আর্য্য প্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণ কুহরে রে।
উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী,
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।
শঙ্কর-গৌতম-কথা, প্রতাপের বীরগাথা,
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে।
মিলি আর্য্য কবিগণে, গাও রে উন্মত্ত মনে,
নীরব পুরাণ গীত সানন্দ অন্তরে রে।
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত-স্বরে রে। ১১

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

গৌরী—মধ্যমান।

(করো না করো না তার অপমান।)
আর্য্য! যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান।
ছিল এ একদা দেবলীলা-ভূমি ;—
করো না করো না তার অপমান।
আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী,
যমুনা নর্ম্মদা সিন্ধু বেগবান ;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি ;—
করো না করো না তার অপমান।
নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হলদীঘাট আজো বর্ত্তমান ?

নাই উজ্জয়িনী অযোধ্যা হস্তিনা ?—
  করো না করো না তার অপমান।
এ অমরাবতী, প্রতিপদে যায়
দলিছ চরণে ভারত-সন্তান।
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত ;—
  করো না করো না তার অপমান!
আজো বুদ্ধ-আত্মা প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে হেথায়—আর্য্য সাবধান!
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায় ;—
  "করো না করো না তার অপমান"। ১২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

(লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে—সুর)

মল্লার—আড়া।

সোণার ভারত আজ যবনাধিকারে।
ভারত-সন্তান-বক্ষঃ ভাসে অশ্রু-ধারে।
জ্ঞান রত্নাদির খনি, সভ্যতার শিরোমণি,
আজি সেই পুণ্যভূমি, ডোবে গভীর আঁধারে।
যার ধমনী-প্রবাহে, আর্য্যের শোণিত বহে,
সে কি রে কখন সহে, এ ভীষণ অত্যাচারে।
সে বংশে যে জন্মে থাক জাতির সম্মান রাখ,
যবনের রক্তে আঁক আর্য্যকীর্ত্তি চরাচরে।

পুরুষেরা অস্ত্র ধর, যুদ্ধে যেয়ে মেরে মর,
অনলে প্রবেশ কর, যত রমণীনিকরে।
ভারত শ্মশান হো'ক্, মরু হ'য়ে পড়ে রো'ক্,
তবু অধীনতা-বেড়ি, রেখ না রে পায়ে ধরে। ১৩

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি।

অং—একতাল।

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে—
"সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমা'য়ে রয়।"
আরবা, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপন,
তা'রাও স্বাধীন, তা'রাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে, করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমা'য়ে রয়।
বিংশতি-কোটি মানবের বাস,
এ ভারত ভূমি যবনের দাস,
র'য়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!
আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা,

জন কত স্বধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগে'ছে ধাঁধা ?

ধিক্ হিন্দুকুলে, বীর-ধর্ম্মভুলে।
আত্ম অভিমান ডুবা'য়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোণার ভারত করিতে ছার।

হীনবীর্য্য-সম হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহা কুতুহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার॥

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্ত-ভূমে,
দিক অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গমত্ত পূর্ব্ব পিতৃগণ
যখন তাহারা করে'ছিলা রণ,
করে'ছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা কজন ছিল ?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসে'ছিল তারা জয়-ডঙ্কা তুলে,
যমুনা-কাবেরী-নর্ম্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়-তৈলঙ্গ-দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজিয়ি রণে,
তখন তাহারা কজন ছিল ?

এখন-তোরা যে শত-কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমারী হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।

তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রু-পদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন।

অই দেখ্ সেই মাথার উপরে,
রবী শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যে রূপে দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাগিরি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা যে রূপে ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশনসম,
হিন্দু-বীর-দর্প বুদ্ধি পারক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধিসীমা।

সকলি ত আছে সে সাহস কই।
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই,
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই।
ঘুচিয়া গিয়াছে সে [illegible]িমা।

হয়েছে শশ্মান এ ভারতভূমি,
কা'রে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখিছে গোলামি,
আর কি ভারত সজীব আছে।

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গে'ছে।

এখনো জাগিয়া উঠ রে সবে,
এখনো সৌভাগ্য উদয় হ'বে,
রবিকর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।

এক বার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা হোম যাগ প্রতিমা-অর্চ্চনা,

এ সকলে এবে কিছুই হ'বে না,
তৃণীর কৃপাণে কর রে পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাৎ বজ্র-শিখা ধ'রে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতা-রূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার,
হ'বে না, হ'বে না, খোল্ তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গরসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

কিসের লাগিয়া হ'লি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও।

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি শশি তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যে রূপ দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সে জাহ্নবীবারি এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হ'বে না উজ্জ্বল।

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমা'য়ে র'বে। ১৪

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(কতকাল পরে—সুর)

লরী—দুঁরী।

আয় লো স্মৃতি! আয় দয়া ক'রে আয়।
(সেই) পুরাণ সংগীত শুনা লো আমায়।

আর্য্যের সন্তান সবে, ভারত-নিবাসী সবে,
এ কি স্বার্থ, এ কি সব, (তবে) কেন অভিমান।
ক্ষুদ্র স্বার্থ বিনাশিয়ে, সবে সম্মিলিত হ'য়ে,
না পার খাটিতে (তবে) নাহি, নিও আর্য্যনাম। ১৭

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

(ওহে দীননাথ—সুর)
বিভাস—একতালা।

গা তোল ভগিনী, ভারত-রমণি।
দুঃখের রজনী বুঝি বা পোহায়;
নিরাশ-আঁধার, বহু দুঃখভার,
ঘুচিবে এবার পিতার কৃপায়।
বহু ভাগ্য-ফলে জন্মি' শুভ ক্ষণে,
সে আশার জ্যোতি দেখিনু নয়নে;
ভাই ভগ্নী গণে, ডাকি প্রাণপণে,
উঠ উঠ বোন্, বেলা ব'য়ে যায়।
র'য়েছ পড়িয়ে দেখ কত কাল,
অলসে থাকিয়া বাড়া'ও না লাজ,
উৎসাহের বলে উঠ গো সকলে,
ডাকেন বিধাতা শুন গো সবায়।
যতেক ভগিনী মিলিয়া প্রণয়ে,
এস সবে যাই পিতার আলয়ে;
তাঁহার চরণে পাইব শরণ,
ঘুচিবে দুর্দ্দশা তাঁহার কৃপায়।

ও হে বিশ্বরাজ, ও হে বিশ্বপতি,
প্রভু কন্যাদের শুন হে মিনতি
সম্পদে বিপদে, রেখ পদে পদে,
ডাকিলে কাতরে দিও পদাশ্রয়। ১৮

অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বিমল জ্ঞানের স্নিগ্ধ বারি
প্রাণ-ভরি, পান কর লো সবে
অজ্ঞানতার তিমির ঘোর,
মনের আঁধার দূরে যাবে।
ভাবিয়ে দেখ লো ভগিনীগণ,
যে দেশের ভালে শোভে রতন,
খনা লীলাবতী যার কিরণ,
কাল-সিন্ধু উজলিছে
তোমরা কি সেই ভারতভূমে,
ডুবি আঁধারে রহিবে ঘুমে,
পূরব-ভানু যায় পশ্চিমে,
এখনও কি উঠি বসিবে। ১৯

দীনেশচরণ বসু।

শোচনা।

নট বেহাগ—পোস্ত।

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা।
সোণার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা।
কুঞ্জে কুঞ্জে যার, কোকিল-কণ্ঠে খেলিত সুধা-তরঙ্গে;
সে কবি-নিকুঞ্জ আজি, শ্মশান সমানা।
বীর-রাগমদে, যেই তানে গর্জ্জিত ভারত,
আজি সে দীপক-রাগ, শ্রবণে শুনি না। ২০

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

নট বেহাগ—পোস্ত।

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি। ২১

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

দেখিলাম এক নারী নগেন্দ্র-কন্দরে বসি।
রাহু-ভয়ে শশী যেন ভূতলে পড়েছে খসি।
আলুলায়িত কেশা, ছিন্ন ভিন্ন মলিন-বেশা,
আহা মরি কি দুর্দ্দশা, স্বর্ণবর্ণ যেন মসী।
বলে ধনী—হে বিধাতঃ! হ'য়ে ভারত-বীরেন্দ্র-
মাতা, বিজাতি-বিপক্ষ-হাতে হইলাম লাঞ্ছিত।

(হায়) পুত্র হ'য়ে মাতৃ দুঃখ কেন না নাশিছে আসি।
অতঃপর জানিলাম তিনি সাধারণের জননী;
ভারত স্বাধীনতা-ধনী, অশ্রুমুখী দিবানিশি। ২২

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ডুবিল সোণার দেশ—সুর)
বাহার—খং।

লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কি করে।
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে॥
দেশান্তর-জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে।
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে। ২৩

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুং ঝিঁঝিট—একতালা।

ভারতী-জননী, মলিন-বদনী,
অশ্রুজল মুখে, শোক-শেল বুকে
কাঁদেন ভারত দুঃখে দিবস রজনী।
ভারত শ্মশানে সঞ্চারিতে প্রাণে,
সাধেন কি শক্তি ধ্যানে মৃতসঞ্জীবনী।

যদি পুনঃ জাগে, সে দীপক রাগে
নির্জীব ভারতে হ'বে পুনঃ জয়ধ্বনী। ২৪

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

ভৈরবী—একতালা।

দিনের দিন, সবে দিন, ভারত হ'য়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ॥
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু-মুখে লীন।
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর-জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এমি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন।
তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,

দেশী বস্ত্র, অন্ন বিকায় নাক আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে র'বে লাজ,
ধ'রবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন।
ছুঁচ সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটা জালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন। ২৫

মনোমোহন বসু।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ভারতীয় আর্য্যনাম এখনো ধরায় ?
আর্য্যের শোণিত আজো আছে কি শিরায় ?
তা' যদি থাকিত তবে এ দশা কেন রে হ'বে,
কেন বা ভাসিতে হ'বে নয়ন-ধারায় ?
আর্য্যনামে পরিচয় দিবার এ কাল নয়,
অনার্য্য অধম এবে ভারতবাসী ;—
আর্য্যত্ব যাহাতে রবে, ভারতে নাহি তা' এবে,
মুখে আর্য্যনাম ভাণে গৌরব কোথায় ? ২৬

রাজকৃষ্ণ রায়।

(কোথায় আনিলে আমায়—সুর)
বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথা সে অযোধ্যাপুর, মথুরা এখন,
কোথা সেই কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গণ?
কোথা সে বীরত্ব লীলা, কোথা সে অসির খেলা,
কোথা সেই হুহুঙ্কার হৃদয়কম্পন।
কোথা সেই ধনুর্ব্বাণ, কোথা বীর-কণ্ঠগান,
কোদণ্ড-টঙ্কার ঘোর এবে রে কোথায়।—
বীরমাতা হ'য়ে তুমি, হইলে অবীর তুমি,
ভারত রে, ভাগ্যে তোর বিধি বিড়ম্বন। ২৭ ঐ।

—

পরজ-বাহার—মধ্যমান।

কলকণ্ঠময়ী গঙ্গে! এখনো সাগরপানে
কোন্ সুখে চলি চলেছ মৃদুল তানে।
পূর্ব্বে তুমি দিবানিশি কনক-কণিকারাশি
প্রবাহে বহিয়া তব, ধাইতে মধুর গানে?
এবে এ ভারতে আর কই স্বর্ণ-কণাভার,
রাশি রাশি পঙ্ক, সতি! ভারত ভরিয়া,
এ পঙ্ক লইয়া মিছে কেন যাও সিন্ধুকাছে,
যেও না যেও না আর, ফিরহ পুন উজানে। ২৮ ঐ।

—

সাহানা—ধামাল।

জানি আমি, কেন গেল ভারতের সিংহাসন,
জানি আমি ভারতের বুকে কেন হুতাশন,

কেন যে ভারত হেন, এ ঘোর কুদিন কেন,
তাও জানি, আরো জানি, যা না জানে অন্য জন।
কিন্তু কি দুঃখের কথা, জানি না কেন একতা
ভারতবাসীর নাই, এ কি বিধি-বিড়ম্বন;—
হায়, কত দিন আর রসাস্বাদ একতার
লবে না এ মূর্খ জাতি, ধৈরজে ধরিয়া মন। ২৯ ঐ।

সারা—একতালা।

বল এই কি সেই ভারত। বল এই সেই ভারত হে॥
যে ভারত বৃক্ষ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
ফলেছিল সুশোভিত কত।
যে ভারতের বশ চন্দ্র সূর্য্য তারা,
অগ্নি বায়ু বারি বজ্র বিদ্যুৎধারা,
যে ভারতের ছিল অধীনেতে ধরা,
যে ভারতের কীর্ত্তি গায় মহাভারত।
যে ভারতে শত শত মুনি ঋষি,
যাগ-যজ্ঞে রত ছিলেন অহর্নিশি,
যে ভারতে ছিলেন সর্ব্বাপদবিনাশী,
ভবরূপী মহেশাদি দেব যত।
যে ভারতে ছিল বেদাদি প্রধান,
যে ভারতে ছিল ব্রহ্ম-অনুষ্ঠান,
যে ভারতে সদা হ'ত সামগান,
যে ভারত ছিল নিত্যোৎসবে রত।

যে ভারতে ছিল সর্ব্ব কর্ম্মে ধর্ম্ম,
আহারে বিহারে ব্যবহারে ধর্ম্ম,
জীবনে ধর্ম্ম মরণে ধর্ম্ম,
যে ভারতে ক'র্ত্তেন ধর্ম্মরাজ রাজত্ব।
এই কি সেই তেজঃপুঞ্জ আর্য্যসন্তান?
কার্য্য দেখে কিছুই হয় না অনুমান,
মনে হ'লে পরে জ'লে উঠে প্রাণ,
ব'লব কি আর মনে রইল মনোগত॥ ৩০

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

ঝুম ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কত দিন দহিবে এ দুখ-অনলে (হায়) মম অন্তর।
কে নিবা'বে এ আ'গুন, কেবা আছে আমার;
কত জাতি হ'লো গেল, মম দুঃখ না ফুরাল,
অদৃষ্টেরি মন্দ ফল না ঘুচিল কভু আর।
যে ভারত-জয়-রোলে, কাঁপিত জাতিমণ্ডলে,
সে ভারত পদতলে, কত দুঃখ এবে তার।
নিয়ে যার বুদ্ধি ভাতি, গর্ব্ব করে কত জাতি,
সেই আমি হতমতি, করে সবে অনাদর।
পূর্ব্ব সুখ মনে হ'য়ে, দ্বিগুণ অলে যে হিয়ে,
অনন্ত যাতনা স'য়ে বাঁচি তবে কেন আর॥ ৩১

কেদারনাথ ঘোষ।

[জরাজীর্ণতা-প্রাপ্ত ভগ্নাশ ভারত-সন্তানের হৃদয়োচ্ছ্বাস]

(কি আর জানাব নাথ—সুর)

পাহাড়ী—আড়া।

নির্ব্বাণ আশার দীপ, সব অন্ধকার।
পারি না বহিতে এ পাপ জীবন আর॥
রোগে শোকে জীর্ণ জরা জীয়ন্তে হ'য়েছি মরা।
যিছে কেন বসুন্ধরা, বহ এ দেহের ভার।
নিজ দেহে দেহ ঢাঁই মাটি হ'য়ে মিশে যাই,
লুপ্ত হ'ক একবারে, শেষ চিহ্ন অভাগার।
ভালবাসা স্নেহ প্রীতি, মুছে ফেল পূর্ব্বস্মৃতি,
বাসিয়াছ যারা ভাল নিজ গুণে আপনার,
কাঁদা'য়েছি, কাঁদিয়াছি, এই শেষ ভিক্ষা যাচি,
স্মরিও না হতভাগ্যে ফেলিও না অশ্রুধার।
অশ্রুযোগ্য নয় সে যে কর্ম্মক্ষেত্র যেই ত্যজে,
না উৎসর্গি দেহ প্রাণ, করিতে দেশ উদ্ধার। ৩২

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

পাহাড়ী—আড়া।

ভারত দুঃখিনী আমি পরভাগ্যা পরাধিনী,
কেমনে এ পাপ-মুখ দেখাইব কলঙ্কিনী,
মৃতপ্রায় অধোমুখে, কলঙ্কী সন্তান বুকে,
কাঁদে পর-গঞ্জনায়, কাঁদি আমি অভাগিনী,
চন্দ্রসূর্য্য-বংশে আজি নিস্তেজ নক্ষত্ররাজি,
বিরাজে, কহিব কা'রে কেন দুঃখের কাহিনী।

অল্পমতি হীনপ্রাণ, আর্য্য তেজ অভিমান,
হারাইয়া পরপদ সেবিছে দিবাযামিনী।
হিমগিরি ভেঙ্গে পড়, পাতালে প্রবেশ কর,
কোন্ লাজে উচ্চশিরে চে'য়ে আছ হতমানী!
সাগর প্রসার গ্রাস, এ মাটির দেহ নাশ,
এ কলঙ্ক চিহ্ন বুকে, মুছে ফেল মা ধরণি,
চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়, এস আদি- অন্ধকার,
ঢেকে রাখ পাপমুখ এ অপার দুঃখগ্লানি। ৩৩

—— দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

সিন্ধু-কাফি—টিমাতেতালা।

আসি ভারতভুবনে, এক বার দেখে যাও আর্য্যগণ।
কোথা ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি জনক সনক সনাতন।
বুক ফাটে কি বলিব আর, ভারতভূমি চেনা ভার,
নাই আচার, নাই অধিকার, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।
পাপেতে পূরেছে রাজ্য, লোপ হ'য়েছে বৈধ কার্য্য,
হারাইয়ে বল বীর্য্য, হলো দাসত্ব অবলম্বন।
ছিল যে গৌরব কত, সকলি হইল গত,
কীর্ত্তি হত, বৃত্তি হত, এবে হত হয় জীবন।
ধনধান্য রত্নভার, সব যায় সিন্ধুপার,
উঠিয়াছে হাহাকার, কেহ না করে শ্রবণ।
রেখে গিয়াছিলে যেই শাস্ত্ররূপ শস্ত্র এই,
আজও রক্ষা পায় সেই কোন রূপে ধর্ম্মধন।
ভ্রাতৃভাব আর নাই দেশে, দগ্ধ হয় দেশ দ্বেষে দ্বেষে
আর একবার সদুপদেশে, কর সব দুঃখ মোচন। ৩৪ হিন্দুমেলা।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ।
ভূমণ্ডলে নাহি মেলে দ্বিতীয় আর এমন।
যেন,নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষিতি, আপনি করিতে স্থিতি,
নিরমিলেন জগৎপতি, এই ভুবন-ভূষণ।
ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু নদী, হিমাদ্রি রত্নজলধি,
চতুর্দ্দিকে শোভিছে কেমন;
শোভিতেছে ফল ফুলে, গাইছে বিহঙ্গকুলে,
নিত্যনব ভাব তোলে, ষড়ঋতু সুখসাধন।
ধনধান্য রত্নে ভরা, সুখী তায় সমস্ত ধরা
ভারতভূমি সুখের প্রস্রবণ;—
বিচিত্র নগর গ্রাম, কত যে পবিত্র ধাম,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, চতুর্ব্বিধ হয় সাধন।
রাগ তাল বাদ্যভাণ্ড, কুলশীল ক্রিয়া কাণ্ড
কোথা আছে ভারতে যেমন;—
বেদ আদি শাস্ত্রালাপ, আর সে মহাপ্রতাপ,
মনে হ'লে অশ্রুজলে ভাসিতে থাকে নয়ন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, কত কত মহাবলী,
করেছিলেন, জনম গ্রহণ;—
সসাগরা ধরাতলে, কে ছিল বিক্রমবলে,
সে ভাগ্য-লক্ষ্মী গেছে চলে;—কি আছে আর এখন।
কোথা ভিমার্জ্জুন এরে, ধরিত্রী যাঁ'দিকে সেবে,
কোথা সে বিক্রমাদিত্যগণ;—

কি নন্দ সমুদ্র গুপ্ত, সব হ'য়েছে বিলুপ্ত,
স্বদেশে করিতে দীপ্ত, যাঁরা করেন প্রাণপণ।
না ভাঙ্গবে যদি কপাল, তবে কি যবন-ভূপাল
পর্শিতে পারিত এ রতন ;—
ভারত তোমার সৌন্দর্য্য, ভারত তোমার স্বৈশ্বর্য্য
হইয়াছে অনিবার্য্য, আপদ বিপদের কারণ। ৩৫
হিন্দুমেলা।

[ভারত লক্ষ্মীর উক্তি।]
পাহাড়ী—একতালা।

দেখ গো ভারত মাতা তোমারি সন্তান।
ঘুমা'য়ে রয়েছে সবে হ'য়ে হতজ্ঞান॥
সবে বলবীর্য্যহীন, অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ।
হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়া যায় প্রাণ,
মরি এ দশা তোমার, হেরিতে না পারি আর,
অপার জলধিপার চলিলাম ছাড়ি এ স্থান॥ ৩৬
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক-সাগরেতে ভাসি, ভারত-মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি, কান্দিতেছে অবিরল ;
কে এখন নিবারিবে, জননীর অশ্রুজল ! ৩৭
উপেন্দ্রনাথ দাস।

গৌড়—মল্লার।

ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা! জলদে; বিহগেরা থামো থামো;
আঁধারে কাঁদ গো তুমি ধরা!
গা'বে যদি-গাও রে সবে, গাও রে শত অশনি মহানিনাদে,
ভীষণ প্রলয়-সঙ্গীতে জাগাও, জাগাও জাগাও রে এ ভারতে।
বন-বীহঙ্গ তুমি ও সুখ-গীত গে ও না
প্রমোদ-মদিরা ঢালি প্রাণে প্রাণে,
মল্লিকা মালিকা এত গাঁথিছে এত হরষে?
ছিড়ে ফেল বীণা, আজি বিষাদের দিনে। ৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী।

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাইবে গান!
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল
তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি-পাশ নাশিব।
যদিও হে দেবী শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না—
তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে

এক তিল তব কলঙ্ক কালিতে,
নিবা'তে তোমার যাতনা।
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল
কি জানি যদি মা, একটী সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা তান! ৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাহার।

অয়ি বিষাদিনী বীণা আয় সখি,
গা লো সেই সব পুরাণো গান,
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে,
ভরিয়া দে না লো আঁধার প্রাণ!
হা রে হত বিধি মনে পড়ে তোর
সেই এক দিন ছিল ;—
আমি আর্য্যলক্ষী, এই হিমালয়ে
এই বিনোদিনী বীণা করে ল'য়ে
যে গান গেয়েছি সে গান শুনিয়া—
জগৎ চমকি উঠিয়াছিল!
আমি অর্জ্জুনেরে, আমি যুধিষ্ঠিরে
করিয়াছি স্তন দান,
এই কোলে বসি বাল্মিকী কোরেছে
পুণ্য রামায়ণ গান ;
আজ অভাগিনী, আজ অনাথিনী

ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকা'য়ে লুকা'য়ে
নীরবে নীরবে কাঁদি,
পাছে জননীর রোদন শুনিয়া
একটী সন্তান উঠে রে জাগিয়া—
কাঁদিতেও কেহ দেয় না বিধি।
হায় রে বিধাতা, জানে না তাহারা
সে দিন গিয়াছে চলি
যে দিন মুছিতে বিন্দু অশ্রুধার
কত না করিত সন্তান আমার,
কত না শোণিত দিত রে ঢালি। ৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী।

ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
যত দিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি,
তত দিন তুই কাঁদ রে!
এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ,
প্রাচীন হিন্দুর কীর্ত্তি ইতিহাস,
যত দিন তোর শিয়রে দাঁড়াবে,
অশ্রুজলে তোর বক্ষ ভাসাইবে,
তত দিন তুই কাঁদরে।
সে দিন তোমার গিয়াছে চলিয়া,
সে দিন তা আর আসিবে না,
যে রবি পশ্চিমে প'ড়ে'ছে ঢলিয়া
সে আর পূরবে উঠিবে না।

এমনি সকল নীচ হীন প্রাণ
জনমেছে তোর কলঙ্কী সন্তান
একটি বিন্দু অশ্রুও কেহ
তোমার তরে দেয় না ঢালি।

যে দিন তোমার তরে শোণিত ঢালিত,
সে দিন যখন গিয়াছে চলি,
তখন ভারত কাঁদরে।

তবে কেন বিধি এত অলঙ্কারে
রেখে'ছ সাজায়ে ভারত-কায়?
ভারতের বনে পাখী গায় গান,
স্বর্ণ-মেঘ মাখা ভারত বিমান,
হেথাকার লতা ফুলে ফল ভরা,
স্বর্ণ-শস্যময়ী হেথাকার ধরা,
প্রফুল্ল তটিনী বহিয়ে যায়।

কেন লজ্জাহীনা অলঙ্কার পরি,
রোগ-শুষ্ক মুখে হাসিরাশি ভরি,
রূপের গরব করিস হায়,
যে দিন গিয়াছে সে ত ফিরিবে না
তবে রে ভারত কাঁদ রে।

ভারত তোর এ কলঙ্ক দেখিয়া,
সরমে মলিন মুখ লুকাইয়া,
আমরা যে কবি বিজনে কাঁদিব,
বিজনে বিষাদে বীণা বাজাইব,

তাতেও যখন স্বাধীনতা নাই,
তখন ভারত কাঁদে রে। ৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাফি—যৎ।

কে তুমি বিজনে বসি কপোলে রাখিয়া কর;
কি তাপে তাপিত তনু নয়নে ঝরে নিঝর,
যেন নভচ্যুত শশী, কাননে পড়ে'ছে খসি;
অথবা বিজলীরাশি, ত্যজে জলদনিকর।
এমন কণ্টকবনে, এমন অমূল্য ধনে;
কে রেখেছে সংগোপনে, হ'য়ে কঠিন অন্তর?
চিনে'ছি চিনে'ছি মরি, এ যে ভারতসুন্দরী;
দুঃখিনী করে'ছে অরি, কাঁদিয়ে ভেঙ্গেছে স্বর। ৪২

রাধানাথ মিত্র।

পাহাড়ী জংলা—ঠুংরি।

ভারত যো দীন, সো দীন রে!
কত কাল গেল, কত কাল এল;
রহে শ্রীহীন রে।
শত শত দেশ, ধরে রাজবেশ;
কত দুঃখ শেষ, নাহি হ'ল রে।
হুটি অন্নলাগি, পরদ্বারভাগী,
নিজ ধনে যোগী আজি তুমি রে।

কোটি কোটি সুত, হবে পরাভূত ;
ক্ষত্র রাজপুত, শুধু নামে রে।
পরে ছিন্ন বাস, মুখে শোক-হাস ;
সদা স্বদিত্রাস, প্রাণভয়ে রে। ৪৩

রাধানাথ মিত্র।

(এক দিন যদি হবে হর)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কোথায় রহিলে সব, ভারত-ভূষণ ;
এক বার এসে দুঃখিনীরে কর দরশন।
সুরম্য কুসুমবন, দাবানলে দহে যেন,
নিষ্ঠুর শ্বাপদ পদে করিছে দলন।
কোথা রাম রঘুমণি বীরব-ধীরব-ধনি,
কোথা সীতা, কোথা সতী ভারতের প্রাণধন ;
কোথা ভীম ভীমার্জ্জুন, কোথা যোগী ঋষিগণ,
কোথা সেই নবরত্ন অমূল্য রতন।
অজ্ঞানতা-অন্ধকারে, অধীনতা-পারাবারে,
ভাসিছে ভারত ঐ, ভরসা নাহি সংসারে ;
জননীর এ যাতনা, কেউ দেখেও দেখে না,
পথিক বলে সবে মোহ নিদ্রায় মগন। ৪৪

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[বিষণ্ণা ভারতী।]

জয়জয়ন্তী—একতালা।

মনোমোহন মূরতি আজি মা তোমার,
মলিন হেরিতে মাগো পারি না যে আর।
কেন মা আজি নীরব, বীণায় কাকলি তব,
কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে এক ধার?
নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি মাঘ কালিদাস,
তাই কি মলিন বেশে কাঁদ অনিবার?
পর-ভয়ে স্বর ভুলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীন ভাবে ঝঙ্কারিয়া আর?
তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝঙ্কার।
লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার। ৪৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

(কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য।)

কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অবিরল।
শুকা'বে জীবন-নদী শুকা'বে না আঁখি-জল।
এ জগতে একা বসি, কাঁদ দুখে দিবানিশি,
নয়নের জলে তোর ভাসাইয়ে ধরাতল।

কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অনিবার।
পেয়েছিলি এক দিন যবে প্রাণ ভরে।
হাসিতিস্ আর্য্য তুই জগত-ভিতরে,
সে দিন নাহিক আর, কাঁদ তবে অনিবার,
নিবিবে জীবন-দীপ নিবিবে না চিতানল।
কাঁদ রে কাঁদরে আর্য্য কাঁদ অবিরল। ৪৬

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

(কেন ভাগীরথী।)

কেন ভাগীরথী হাসিয়ে হাসিয়ে
নাচিয়ে নাচিয়ে, চলিয়ে যাও গো।
চলিয়ে চলিয়ে সৈকত-পুলিনে,
বহি এ ভারতে কি সুখ পাও গো।
নিরখি মা আজ ভারতের দশা,
এ দুখে আনন্দে কি গান গাও গো।
কি সুখে বল মা নীলাম্বর পরি,
হরষিত মনে সাগরে ধাও গো।
অধীন ভারতে বহি(ও) না মা আর,
এ কলঙ্ক-রেখা মুছা'য়ে দাও গো।
উথলি তটিনী গভীর গরজে,
সমস্ত ভারত-হৃদয় ছাও গো। ৪৭

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

[যমুনা-লহরী।]

লচ্ছী—খং।

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ! ও।

১

কত কত সুন্দর, নগরী তীরে,
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ-ছবি,
অনুকারিছে নভ-অঙ্গন ও।

২

যুগ যুগ বাহী, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল বুদ-বুদ, সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও।

৩

কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী,
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, পরম পরশে কথা,
হৃত সে ভারত-গাথা ও।

৪

তব জল-কল্লোল- সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি সব নীরব, রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব কালে ও।

৫

শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

৬

তব জল-তীরে, পৌরব-যাদব,
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

৭

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ-পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

৮

এ জল-ধারে, ধারে বহিল কভু,
প্রেম বিরহ-আঁখি-নীর ও।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ
এ তব সৈকত-পুলিনে ও।

৯

এ তব মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও।

ভাসিত দশ দিশি, উৎসব রঙ্গে,
প্লাবিতো চিত্ত-সুখ-উৎসে ও।

১০

সে তুমি সে শশী, ধীর অনীল সে,
তবু সব গমন বিষাদে ও।
নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব,
গ্রাসিল সকলে কালে ও।

১১

যে মুরলী-রবে, নিবিড় নিশীথে,
উন্মাদিত ব্রজ-বালা ও।
আকুল প্রাণে, তব তট-পানে,
ধাইত রব সন্ধানে ও।

১২

বঞ্চিত বিরহে, শ্বাস-পবন কত,
বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও।
সুখদ-সমাগমে, পুন এই দর্পণে,
প্রতিবিম্বিতো সিত হাসি ও।

১৩

সে সব কৌতুক, কাল-কবল আজি,
লেশ না রাখিলে শেষ ও।
কই সেই গৌরব, নিকুঞ্জ-সৌরভ,
হ'লো পরিণত শত কাহিনী ও।

১৪

কভু শত ধারে, এ উভ পারে,
পাঠান্ আফগান মোগল ও।
চালিল সেনা, আসি নিবাসী,
ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও।

১৫

অহো! কি কু দিবসে আসিল রাহু,
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
লুঠি নিল যা ছিল সার ও।

১৬

সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহে,
পরবল-অর্গল-পাতে ও।
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত,
পর-অসি-ঘাত-নিপাতে ও।

১৭

সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে, ভারত-নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও।

১৮

সে দিন হইতে, তব তট গগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরব ও।

সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত-বন্ধন ও।

১৯

এ পয়ঃ-পারে, কত কত জাতীয়,
ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিয়া স্থাপিল, শাসিল রাজ্য,
রচি ঘর কত পরিপাটী ও।

২০

কত শত দুর্জ্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট-দেশে ও।
নগর প্রাচীরে, বেরিল শেসে,
চির-যুগ সম্ভোগ-আশে ও।

২১

উপহসি সর্ব্বে, মানব-গর্ব্বে,
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে, কতিপয় তুঙ্গে,
রাখিল করি বিকল স্মৃতি ও।

২২

ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে,
গৃহবর শেষ শরীরে ও।
দেখিছ যে সব, উজ্জ্বল রেখা,
সে গত যৌবন-রেখা ও।

২৩

এর অলিন্দে, সুন্দরী-বৃন্দে,
মোগল নরপতি-কেশরী ও।
বসি ও মর্ম্মরে, উল্লাস-অন্তরে,
তোলিত মোহন রূপে ও।

২৪

কভু এ গবাক্ষে, কৌতুক-চক্ষে,
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও।
নিম্ন প্রদেশে, সে গজ-যুদ্ধে,
ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও।

২৫

এ ঘর-মাঝে, নারী-সমাজে,
বসি কভু খেলিত চৌসর ও।
রাখিত পাশে, সে তরবারী,
হ্বাকর-কণ্ঠ-বিদারী ও।

২৬

কে? সব আজি, সময়-সমুদ্রে,
মজ্জিত সহ শত আশা ও।
দেখিল শত শত, হ'লো কি নিবারিত,
নিরুপ মনুজ-পিপাসা ও।

২৭

যে গৃহ-পাশে, কাঁপিত ত্রাসে,
ভূপতি-পদবিক্ষেপে ও।

সে সব ভবনে, কত শত অধমে,
পূরিছে মূত্র পুরীষে ও।

২৮

যে ঘর-মধ্যে, সুরভি সমৃদ্ধে,
সম্মোহিত চিত কালে ও।
সে সব সদনে, উদ্ভবে বমনে,
পূতি গন্ধ বিকীরণ ও।

২৯

যে গৃহ-অঙ্গে, বহুবিধ রঙ্গে,
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও।
সে সব কালে, হরি ! এক কালে,
ঢাকিল লূতা জালে ও।

৩০

ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে,
দণ্ডায়িত গৃহ-রাজ ও।
যার স্বরূপে, দিকদিক হইতে,
কর্ষে মনুজ-সমাজে ও।

৩১

কত নর-পঞ্জরে, নির্ম্মিল ইহারে,
শোষি শোণিত কোষে ও।
দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে,
প্রমদা-গৌরব শেষে ও।

৩২

অহো! কত কাল, রবে এ জীবিত,
তটিনি! তট তব শোভি ও।
ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
বাঞ্ছিতে মন-অভিলাষে ও।

৩৩

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে,
পরিমিত স্বর-পরমায়ু ও।
রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
আকাশে স্বচ্ছ বায়ু ও।

৩৪

যদি এই শেষ, হবে সব শেষ,
জীবন-স্বপন প্রভাতে ও।
তবু মন ক্ষয়িয়ে, দুখ শত সইয়ে,
চরিছে লোক কি আশে ও? * ৪৮

গোবিন্দচন্দ্র রায়।

ভারত-বিলাপ।

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

কত কাল পরে, বল ভারত রে।
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।

(*) এই কবিতাটিকে লগ্নী রাগিণীতে হিন্দুস্থানী ধরণে গান করা যাইতে পারে।

অবসাদ-হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষ-নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাস ভূমে, পরবাসী হ'লে,
পর দাস-খতে সমুদায় দিলে।
পর-হাতে দিয়ে, ধন রত্ন সুখে
বহ লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ আসন, আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপ-শিখা, নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।
ঘুচি কাঞ্চন-ভাজন, শৌধ-শিরে
হ'লো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।
খনি খাতখুঁড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে
পুঁজি পাত নিলে ঘুটিয়ে লুটিয়ে।
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত্ত ধনে দুর্‌-ভিক্ষ নিলে।
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্ণ সুখে
তুমি আজও দুখে, তুমি কালও দুখে।
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে।
বিধি বাদ হ'লে পরমাদ ঘটে,
পরমাদ হরে হিত বোধ ঘটে।
কি ছিলে কি হ'লে, কি হ'তে চলিলে

অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে।
নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক দুখ
পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ। ৪৯

গোবিন্দচন্দ্র রায়।

(এবার সেই ভাবে দিতে হবে—সুর)

আলাইয়া—একতালা।

প্রভু এই তব পদে করি নিবেদন,
কাঁদে যেন আমার মন,
ভারত যত দিন পরাধীন।
জননী যে মৃতপ্রায়, এসে ধরণী লুটায়,
লোকে তাঁরে মৃত-সাজে, দেখি যে সাজায়;
এ দেখে বল কি করে, হাঁসি খেলি এ সংসারে
কাঁদাও কাঁদাও মোরে, কাঁদুক ভ্রাতা ভগ্নীগণ।
যত দিন বেঁচে রব, চক্ষের জল ফেলিব,
মরণ সময়ে এই বলিয়ে যাব;—
কে কোথায় আছ আমার, রাখ যে এই শেষ ভার,
কাঁদিতে বহ জীবনে কেঁদিছি আমি যেমন॥ ৫০

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ।

তিলকামোদ—ঝাঁপতাল।

(বন্দে মাতরং)

সুজলাং সুফলাং, মলয়জ শীতলাং,
শস্য শ্যামলাং, মাতরং।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
কে বলে মা তুমি অবলে
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিণীং মাতরং।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণ-ধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী